শুঁটকি বার্তা

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার

১১তম সংস্করণ

জুন '২২ খ্রিঃ

কোস্ট ফাউন্ডেশন

পিকেএসএফ-এর টিম নাজিরারটেকের শুঁটকি খলা পরিদর্শন করছেন

সেলিম রেজা শুঁটকি খলা পরিদর্শন করছেন

স্থান: নাজিরারটেক

ছবিয়াল: তুষি বণিক ২৩-০৫-২২

কোস্ট ফাউন্ডেশন দ্বারা বাস্তবায়িত এসইপি শুঁটকি প্রকল্প গত ২৩ ও ২৪ মে, ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর বহিরাগত পরিদর্শনের সম্মুখীন হয়েছে। এসইপি প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের নাজিরারটেক ও চৌফলদন্ডীর শুঁটকি ক্ষেত্রের কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং অর্জন দেখার জন্যই মূলত তারা এসেছিলেন। এসইপি প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার, মো. সেলিম রেজা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নাজিরারটেক ও চৌফলদন্ডীর শুঁটকি খলাগুলো ভিজিট করেন। তার সাথে মো. জহিরুল হক, এসইপির ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, শুঁটকি খলার মালিকসহ বিভিন্ন শ্রমিকদের দৈনন্দিনের আয়-রোজগার এবং প্রকল্পের সহায়তায় তাদের উন্নতি সম্বন্ধে জানতে তাদের সাথে কথা বলেন। তারা চৌফলদন্ডীর রাখাইন পল্লীতে গিয়ে সেখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পর্কেও ধারণা নেন। প্রকল্পের আওতায় কর্মরত সকল প্রধান উদ্যোক্তারা এসইপি প্রকল্প ও এর কর্মীদের প্রতি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে যারা তাদের জীবিকাকে মূল থেকে আদর্শ স্তরে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। বর্ষার কারণে পিকেএসএফ-এর পরিদর্শকদের কাছে তারা তাদের অর্জন দেখাতে পারে নি; তবে তাদের আগামী সফরে দেখাতে পারবে বলে তারা প্রতিশ্রুতি দেয়।

উদ্যোক্তা কলাম

ইসমাইল হোসেন মাচায় মাছ শুকাচ্ছেন

ছবিয়াল: তুষি বণিক ২৪-০৫-২০২২

ইসমাইল হোসেনের খলায় এসইপির অনুদান

ছবিয়াল: তুষি বণিক ২৪-০৫-২০২২

স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্যিএসইপি প্রকল্প থেকে নাজিরারটেকের ১০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে পাবলিক টয়লেট এবং ০৫ জন উদ্যোক্তাকে টিউবওয়েল প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের সাথে জড়িত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য এসইপি প্রকল্পের সহায়তায় এসব অনুদান পেয়েছে। নাজিরারটেকের মোস্তাক পাড়ার শুঁটকি ব্যবসায়ী ইসমাইল হোসেন, এসইপি প্রকল্পের একজন প্রধান উদ্যোক্তা যাকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ সহযোগীতা ও যোগান দেওয়া হচ্ছে। পূর্বে, তিনি মোস্তাক পাড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন সাধারণ শুঁটকি উৎপাদনকারী ছিলেন; তার খলায় বিষযুক্ত ছুরি শুঁটকি ছাড়া আর অন্য কোনো শুঁটকি উৎপাদন হতো না। বর্তমানে, এসইপি প্রকল্পের বিভিন্ন ট্রেনিং, পরিবেশ ক্লাবের মিটিং এবং ফিল্ড মিটিং-এর মাধ্যমে তার উৎপাদন ও ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার মানদন্ড পরিবর্তন করতে তাকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ইসমাইল হোসেন তার বর্তমান উন্নত অবস্থা সম্পর্কে বলেন, "সত্যি বলতে, আমি কখনো ভাবি নি যে শুঁটকি উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। এসইপি প্রকল্প আমার অজ্ঞানতাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করেছে; পাশাপাশি, তারা আমাকে আমার পূর্বের অসহায় পরিস্থিতি পরিবর্তনে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের লক্ষ্যে, টয়লেট, টিউবওয়েল এবং মাচা দিয়ে তারা আমাকে সম্ভাব্য সহায়তা করেছেন। এসইপির প্রশিক্ষণসমূহের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের উপায় সম্পর্কে আমি জেনেছি। এছাড়াও, মাছ বাছাই ও পৃথক করে ধুয়ে কীভাবে মাচায় শুকাতে হয় তা সম্পর্কে আমি অবগত। বর্তমানে, দীর্ঘদিন মাছ সংরক্ষণের জন্য একটি কোল্ড স্টোরেজ করার পরিকল্পনা রয়েছে আমার। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এসইপি প্রকল্পলের সাহায্য-সহযোগিতা কখনোই ব্যর্থ হতে দিব না"।

প্রয়োজনে: -

তানজিরা খাতুন

এসইপি প্রজেক্ট ম্যানেজার

মোবাইল: ০১৩১৩-৭৯৮৯১৪